সংবাদ

তারিখ 22 JUL 2017
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

রাজশাহীতে ১১ দফা দাবিতে জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্টের মানববন্ধন

প্রতিনিধি, রাজশাহী

সরকারি শিক্ষক কর্মচারীদের ন্যায় বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন ভাতা বৃদ্ধিসহ ১১ দফা দাবিতে রাজশাহীতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার সকালে নগরীর জিরোপয়েন্টে এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট।

জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্টের আহ্বায়ক অধ্যক্ষ শফিকুর রহমান বাদশার সভাপতিত্বে এ সময় বক্তব্য দেন ফ্রন্টের যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যক্ষ বাবু রাজকুমার সরকার, অধ্যক্ষ আবদুল বারি, অধ্যক্ষ আবদুর রাজ্জাক, অধ্যক্ষ আমিনুর রহমান, অধ্যক্ষ আলমগীর মো. আবদুল মালেক, অধ্যক্ষ নুরুল ইসলাম, অধ্যক্ষ মুজিবুর রহমান, অধ্যক্ষ শাহাবুদ্দিন, অধ্যক্ষ আবদুল মুমিন প্রমুখ।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, আমরা শিক্ষক হয়েও শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন সুবিধাদি থেকে বঞ্চিত। শিক্ষার মানোন্নয়নে সরকার যেভাবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাতে শিক্ষকদের ভূমিকা অসামান্য। দেশের সকল সরকারি শিক্ষকদের জন্য সরকার যখন সুবিধাদি প্রধান করছে তখন একটি প্রভাবশালী কুচক্রী মহল শিক্ষকদের এ উন্নয়নের ধারাকে বাধাগ্রস্থ করছে। যাতে করে বেসরকারি শিক্ষকরা অবহেলিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রতি বাজেটে বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারীদের প্রচলিত হারের পক্ষে-বিপক্ষে শিক্ষা মন্ত্রনালয় থেকে লিখিত মতামতের আহবানর জানান তারা।

তাদের দাবিগুলো হলো- ১. সরকারি শিক্ষক কর্মচারীদের ন্যায় বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারীদের ৫% প্রবৃদ্ধি, বৈশাখী ভাতা, পূর্ণাঙ্গ উৎসব ভাতা ও পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা ভাতা, পূর্ণাঙ্গ বাড়ি ভাড়া ও পূর্ণাঙ্গ পেনসন প্রদান করতে হবে, অনুপাত প্রথা বিলুপ্ত করে সরকারি কলেজ/স্কুল শিক্ষকদের ন্যায় বেসরকারি কলেজ শিক্ষকদের সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী ও অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দিতে হবে এবং টাইম স্কেল প্রদান করতে হবে, কল্যাণ ট্রাস্ট ও অবসর সুবিধা বোর্ডের অতিরিক্ত চাঁদা কর্তন অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে, এমপিও শর্তপূরণকারী নন এমপিও শিক্ষকদের এমপিওভূক্ত করতে হবে, কর্মচারীদের চাকরি বিধি বাস্তবায়ন করতে হবে, ইউনেস্কোর সুপারিশ ২০১৬ মোতাবেক প্রতিষ্ঠান প্রধানদের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি করে বিধিমালা সংশোধন করতে হবে, অনার্স শিক্ষকদের এমপিওভূক্ত করতে, কোড সমস্যার সমাধান, স্তর বিন্যাসের নামে ৯ মে/ ১৭ এর পরিপত্র অবিলম্বে বাতিল করতে হবে ও বেসরকারি প্রধান শিক্ষকদের সরকারি প্রধান শিক্ষকদের ন্যায় স্কেল প্রদান করতে হবে, কারিগরি ও সাধারণ শিক্ষায় বৈষম্য দূর করতে হবে, পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার করতে হবে, ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা উপকরণের দাম কমাতে হবে, শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিক্ষায় বরাদ্দ বাড়াতে হবে এবং এসডিজি-৪ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা ও মর্যাদা উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষার মানোন্নয়ন করতে হবে।

মানববন্ধন শেষে ২৩ জুলাই দাবির স্বপক্ষে মিছিল এবং ৩০ জুলাই সকাল ১০টায় রাজশাহী কোর্ট শহীদ মিনার চত্বরে শিক্ষক সমাবেশ ও স্মারক লিপি প্রদানের কর্মসূচি ঘোষণা করেন তারা।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন, কলেজ শিক্ষক সমিতির সহ সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ আশরাফুল ইসলাম সুলতান।